232245 - যে ব্যক্তি বাবা-মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করছে এবং তাদের মৃত্যুর পর অনুশোচনায় ভুগছে, তার করণীয় কী?

প্রশ্ন

কেউ যদি তার বাবা-মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাদের মৃত্যুর পর সে নিজের ভুল বুঝতে পারে, তাহলে সে ক্ষমা পাওয়ার জন্য কী করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আবদুর রহমান ইবনে আবি বাকরাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহ সম্পর্কে জানাব না?" আমরা বললাম: 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা।" তিনি তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, পরে সোজা হয়ে বসে বললেন: "সাবধান! মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। সাবধান! মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" তিনি এ কথা বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমি বললাম: তিনি মনে হয় থামবেন না।"[হাদীসটি বুখারী (৫৯৭৬) ও মুসলিম (৮৭) বর্ণনা করেন]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বড় গুনাহসমূহ হলো: আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।"[হাদীসটি বুখারী (৬৬৭৫) বর্ণনা করেন]

অবাধ্যতা বলতে বোঝায়, শরয়ী কোনো বৈধ কারণ ছাড়া সন্তানের পক্ষ থেকে এমন কোনো কাজ বা কথা, যা তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়।

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "এখানে অবাধ্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সন্তানের এমন কথা বা কাজ, যার দ্বারা পিতা কষ্ট পায়। তবে শিরক বা গুনাহের আদেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতা সীমালঙ্ঘন

করনে।”[ফাতহুল বারী (১০/৪০৬)]

দুই:

ইসলামরে আকীদার গুরুত্বপূর্ণ বষিয়গুলোর অন্যতম যে বষিয়টি মুসলমিরে জন্য জানা, বশি্বাস করা ও সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি তা হলো, যে কোনো গুনাহ যত বড়ই হোক না কনে তা থকেে তওবা করা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা বলনে:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“(আমার এই কথা লোকদেরে) বলে দনি যে, “হে আমার বান্দারা, যারা নজিদেরে ওপর সীমালঙ্ঘন করছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থকেে নরিাশ হয়ো না। আল্লাহ তো সব গুনাহ মাফ করে দনে। নশি্চয়ই তনিি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।”[সূরা যুমার: ৫৩]

অতএব, যে ব্যক্তি তার পতিা-মাতার সাথে অন্যায় করছে, তার ওপর কর্তব্য হলো দ্রুত তওবা করা। কনেনা আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদরে তওবা কবুল করার ওয়াদা করছেনে।

আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“তনিিই তাঁর বান্দাদরে তওবা কবুল করনে এবং (তাদরে) পাপসমূহ ক্ষমা করনে এবং তোমরা যা কছিু করো তা তনিি জাননে।’[সূরা শূরা: ২৫]

তবে তওবা যনে আন্তরকি ও গ্রহণযোগ্য হয়। এর জন্য অবশ্যই এর শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে।

নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“আলমেরা বলছেনে: প্রত্যকে গুনাহ থকেে তওবা করা ওয়াজবি। যদি কোনো গুনাহ বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার হয় এবং কোনো মানুষরে অধকিাররে সঙ্গে সম্পর্কতি না হয়, তবে এর জন্য তনিটি শর্ত রয়ছে:

১) সে গুনাহটি ত্যাগ করা।

২) সটেি করার জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

৩) ভবিষ্যতে আর কখনও তা না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

এই তিনটির কোনো একটি অনুপস্থিতি হলে তার তওবা সঠিক হবে না।"[রিয়াদুস সালিহীন (পৃ. ১৪)]

কিন্তু, প্রশ্ন আসতে পারে: পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এ শর্তগুলোর কিছু শর্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয়।

এর উত্তরে দু'টি বিষয় বলা যায়:

প্রথম বিষয়: এ ধরনের অবস্থায় কেবল অনুতাপ করাই তওবা হিসেবে গণ্য হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল ইবনে মুকাররিন বলেন: "আমি আমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে প্রবেশ করলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'অনুতাপই তওবা।'"[ইবনে মাজাহ (৪২৫২) ও ইমাম আহমদ তার মুসনাদে (৬/৩৭) বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী সহীহু সুনান ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সহীহ বলেছেন]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "তওবার বিধানসমূহের মধ্যে রয়েছে, যদি কোনো গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং তা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে কি তার তওবা সহীহ হবে?

যেমন: মিথ্যাবাদী, অপবাদ-আরোপকারী বা মিথ্যা-সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি যদি তাদের জিহ্বা কেটে ফেলা হয়... অথবা এমন ব্যক্তি যে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে তার পূর্বের গুনাহ করার ক্ষমতা আর নেই। এ বিষয়ে মানুষের দুইটি মত রয়েছে...

দ্বিতীয় মত (আর এটাই সঠিক) হলো: তার তওবা সঠিক হওয়া সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয়, বরং তা বাস্তবে সংঘটিত ও কার্যকর। কারণ তওবার মূল রুকনগুলো তার মধ্যে একত্রিত হয়েছে। আর এর মধ্যে তার সাধ্যের অনুকূলে থাকা প্রধান রুকনটি হলো 'অনুতাপ'। মুসনাদ আহমদে মারফূ হাদীসে এসেছে: 'অনুতাপই তওবা'। সুতরাং যদি সে গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে তিরস্কার করে, তবে সেটাই তওবা। পাপের ব্যাপারে এমন তীব্র অনুতাপ থাকা সত্ত্বেও তার তওবা কীভাবে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে?"[মাদারিজুস সালিকীন (১/৭৪১-৭৪৬)]

এটি অধিকাংশ আলেমের মত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যিা রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

"কর্মে অক্ষম ব্যক্তির তওবা, যেমন: খাসি হওয়া ব্যক্তির ব্যভিচার থেকে তাওবা, হাত-কাটা হওয়ায় চুরি করতে অক্ষম ব্যক্তির চুরি থেকে তাওবা এবং অন্যান্য অক্ষমতার কারণে তাওবা আহলুস সুন্নাহ ও অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৭৪৬)]

দ্বতিীয় বষিয়: আল্লাহর পক্ষ থকেে মুসলমানদরে প্রতি দিয়ার একটি দিকি হলো এই যে, তনিি পতিা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদরে সঙ্গে সদাচরণরে সওয়াবরে দরজা বন্ধ করনেনি। ফলে যে সন্তান অবহলো করছে, সে এখনো যতটুকু সম্ভব এই সদাচরণরে চষ্টো করতে পার।ে

পতিা-মাতার মৃত্যুর পর সদাচরণরে কয়কেটি পন্থা হলো:

১- তাদরে জন্য বশেি বশেি দোয়া করা।

আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“বলুন: হে প্রভু! আমার পতিামাতার প্রতি দিয়া করুন, যভোবে ছোটে বলোয় তারা আমাকে (দয়া দয়িে) লালনপালন করছেনে।’[সূরা ইসরা: ২৪]

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়; তবে তনিটি জনিসি ছাড়া: সদকায়ে জারয়িা, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকার হয় অথবা এমন নকে সন্তান, যে তার জন্য দোয়া কর।ে’[হাদীসটি মুসলমি (১৬৩১) বর্ণনা করনে]

এভাবে দোয়া করা পতিা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহাররে সর্বশ্রষ্ঠে একটি মাধ্যম।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে:

“নশ্চিয়ই জান্নাতে কোন ব্যক্তরি মর্যাদা উন্নীত করা হব।ে তখন সে বলব:ে এটা কীভাবে হলো? তখন তাকে বলা হব:ে তোমার সন্তান তোমার জন্য ইস্তগিফার করার কারণ।ে’[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৬৬০) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী ‘আস-সলিসলিা আস-সহীহা’ (৪/১২৯)-এ হাসান বলছেনে]

২- এমন নকে কাজ করা, যার সওয়াব পতিামাতার কাছে পৌঁছায়:

যমেন: তাদরে পক্ষ থকেে সদকা করা। এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে **(218872)** নম্বর ফতোয়া দখেুন।

তাদরে পক্ষ থকেে হজ ও উমরা আদায় করা। অন্যরে পক্ষ থকেে হজ করার বধিান ও শর্ত জানার জন্য **(111794)** নং ফতোয়া দখেুন।

আর যদি তারা কোনো ঋণ বা আমানত রখেে যায়, তবে সন্তান তার পক্ষ থকেে তা পরশিোধ করার চষ্টো করব।ে

অথবা যদি তারা মানুষের প্রতি কোনো যুলুম করে থাকে, তবে যাদের উপর যুলুম হয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

৩- পিতামাতার বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদেরকে সম্মান করা।

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন: "তিনি যখন মক্কার উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন তার একটি গাধা থাকত। তিনি যখন বাহনে চড়ে ক্লান্ত হয়ে যেতেন তখন আরামের জন্য তিনি এই গাধার পিঠে চড়তেন। আর একটি পাগড়ি থাকত যা তিনি মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি যখন সেই গাধার পিঠে ছিলেন এমন সময় এক বেদুঈন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল: আপনি কি অমুকের ছেলে অমুক নন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন: এতে চড়ুন। আর পাগড়িটি দিয়ে বললেন: এটা দিয়ে মাথা বাঁধুন। তখন তার কিছু সঙ্গী তাকে বলল: 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি এই বেদুঈনকে এমন একটি গাধা দিয়ে দিলেন আপনি যার পিঠে আরাম করতেন এবং এমন একটি পাগড়ি দিয়ে দিলেন যা দিয়ে আপনি মাথা বাঁধতেন!'

তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম সদাচরণের একটি হলো: পিতা মৃত্যুবরণ করার পর তার প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা।' তার (বেদুঈনের) পিতা উমরের বন্ধু ছিলেন।"[হাদীসটি মুসলিম (২৫৫২) বর্ণনা করেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।